55

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

গণশিক্ষা ।। লালমনিরহাট স্টাইল

স্কুলে না গেলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা

লালমনিরহাট জেলায় ব্যাপকভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। পদ্ধতিটি আলাদা। জড়িত হয়ে পড়েছে জেলা ও থানা প্রশাসন, বিভিন্ন দফতর, পুলিশ, আনসার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মুক্তিযোদ্ধা, এনজিও, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক সবাই। সংবাদ–এর দুজন প্রতিনিধি খতিয়ে দেখলেন, লালমনিরহাটের মতো একটি নদীভংগ ক্ষতিগ্রস্ত অতি অভাবী অঞ্চলে কি করে এই গণজাগরণ ঘটলো। কিভাবে এগুচ্ছে গণশিক্ষার কাজকর্ম।

।। মোনাজাতউদ্দিন/গোকুল রায় ।।

উত্তর সীমান্তের জেলা লালমনিরহাটে পৃথক এক স্টাইলের গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। সরকারি যে প্রচলিত পদ্ধতির গণশিক্ষা, যা পরিচালনা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, লালমনিরহাটের লেখা–পড়ার কাজটি হুবহু তেমন নয়, বরং এখানে একটা আলাদা ধরন গড়ে উঠেছে। ব্যাপারটি স্থানীয় লোকজন ও ঢাকার সংশ্লিষ্ট ওপরমহলেও সাড়া জাগিয়েছে ইতিমধ্যেই। লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম এলাকায় সরজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেলঃ এখানকার গণশিক্ষার ব্যাপারটি নিয়ে এলাকাভেদে সফলতা বা ব্যর্থতা যেমন রয়েছে তেমনি ঘটছে নানা মজার ঘটনা।

যেমনঃ গণশিক্ষা সম্পর্কিত জেলা পর্যায়ের সাম্প্রতিক এক সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, একাধিকবার উদ্বুদ্ধকরণের পরেও কেউ যদি নিজ নিজ এলাকার গণশিক্ষার স্কুলে উপস্থিত না হয় তাহলে ঐ স্কুল পরিচালনা কমিটির লোকজন যেমন ধিকৃত হবেন তেমনি আবার নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী বিরুদ্ধে এমনকিছু ব্যবস্থা নেয়া হবে যাতে গ্রামের দশজনে তার সাথে কোনরকম সামাজিক সম্পর্ক না রাখে। স্কুলে আসতে একজন শিক্ষার্থ যাতে বাধ্য হয় সে কারণেই এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অবশ্য এর ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনা করা হয়নি। কোন আর্থ–সামাজিক অবস্থার মুখে শিক্ষার্থীটি পড়তে আসছে না কিংবা আসতে পারছে না, লালমনিরহাটের মতো অতি অভাবী অঞ্চলে তা খতিয়ে দেখবার অবকাশ রয়েছে। অবশ্য জেলা প্রশাসক জানিয়েছেনঃ ঐ সিদ্ধান্তটি সভায় গৃহীত হয়েছে বটে, তবে তা কার্যকর করার আগে পরিস্থিতি বিচার–বিবেচনা করে দেখা হবে।

এলাকার পরিস্থিতি

তিস্তা ধরলাসহ ১০টি ছোটবড় নদী রয়েছে সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে। বাংলাদেশের মানচিত্রের উত্তর অংশে লম্বাটে ধরনের আয়তনের যে লালমনির–হাট, যেটি মহকুমা থেকে জেলায় রূপান্তরিত হয় '৮৪ সালে। থানা ৫টি, ইউনিয়ন ৪২টি, মৌজার সংখ্যা ৩৪৪টি। নদীভঙ্গ এই এলাকায় ভূমিহীনের হার এলাকাভেদে ৬০ থেকে ৮০ ভাগ। কৃষিকাজের মজুর ছাড়াও রয়েছে বহু শ্রমিক, কুলি, রিক্শা ভ্যান, ঠেলাগাড়ি চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকান কর্মচারী, ভিক্ষুক। এছাড়াও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোরা–চালানের মালামাল বহনের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে কমপক্ষে ২০ হাজার নরনারী–কিশোর। মজুরির হার খুব কম, অসম। লালমনিরহাট সদর থেকে পাটগ্রাম থানার বুড়িমারী সীমান্ত পয়েন্ট পর্যন্ত প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা সড়ক নির্মিত এবং তা সবগুলো থানা সদরের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় সড়ক সংলগ্ন এলাকাগুলোতে মৃদু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও প্রায় ৩শ' মৌজার মানুষ আজো, সভ্যতা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সরকারি জরিপে যদিও দেখানো হয়েছে যে লালমনিরহাট জেলা এলাকায় শিক্ষিতের হার শতকরা ১৮ ভাগ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতের হার আরো কম। নদী সংলগ্ন জনপদে ১০ ভাগেরও কম লোক শিক্ষিত। অন্যান্য এলাকায় শতকরা ১২/১৪ ভাগ।

কার্যক্রম শুরু

এরকম একটি নিরক্ষর–প্রধান অঞ্চলে একবছর আগে থেকে গণশিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি হাতে নেয়া হয় এখানকার ডেপুটি কমিশনার কাজি ফরিদ আহাম্মদের ব্যক্তি–উদ্যোগ থেকে। সরকারের যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগটি রয়েছে তা অতীত দিনগুলোতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নামেমাত্র কিছু গণশিক্ষা কেন্দ্র খুললেও লালমনিরহাটের মতো একটি নিরক্ষর–প্রধান জেলায় তাদের কাজকর্ম তেমন ছিল না। কাজি ফরিদ আহাম্মদ এলাকার নিরক্ষর নরনারী, যাদের বয়স ১১ বছর থেকে ৪৫ বছর, তাদের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে দেখেন যে, এই জেলার প্রায় ৮ লাখ সাড়ে ১৭ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২ লাখ ৬৮ হাজার বয়স্ক নারী–পুরুষ আছেন যাদের লেখাপড়া শেখানো যেতে পারে, করে তোলা যেতে পারে শিক্ষিত–সচেতন।

ঐ ২ লাখ ৬৮ হাজার জনের মধ্যে প্রথম দফায় ২৮ হাজার ৭শ' ৭০ জনকে 'পড়তে বুঝতে ও লিখতে পারে' এমন শিক্ষিত–সচেতন করে তুলবার জন্যে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই গণশিক্ষার কাজ শুরু করে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা ১৫ হাজার ৯শ' ৯০ এবং পুরুষ ২২ হাজার ৭শ' ৮০ জন। এদের জন্যে ৯৫৯টি স্কুল খোলা হয়। মেয়েদের স্কুল ৫৩৩টি, পুরুষদের জন্যে ৪২৬টি। স্কুলগুলো ৪৫টি ব্লকের অধীনে। শিক্ষক রয়েছেন ৯৫৯ জন এবং এরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছেন।